R. N. No. 2532/57 | Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 | Regd. No.—WB/MSD—4

শ্রীমুদ্রণীর নবগদক্ষেপ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
মহাবীরতলা
জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৪৬৪৭/এসটিডি ০৩৪৮৩
বিড়ি, চানাচুর, পাউরুটি, মশলা প্রভৃতির প্লাস্টিক প্যাকেট ও লেবেল গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪০৬ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা
২১শ সংখ্যা | ১৩ই অক্টোবর, ১৯৯৯ সাল। | বার্ষিক ৪০ টাকা

অবশেষে গঙ্গাগর্ভে চলে গেল আসল নয়নসুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফরাক্কা : অবশেষে পুরোনো নয়নসুখ গ্রামের পালপাড়াও গঙ্গার অতলে তলিয়ে গেল। তলিয়ে গেল ২০/২৫ খানি বাড়ী। এর আগে বিলীন হয়ে গেছে ঘোষপাড়া, রজকপাড়া, হালদারপাড়া। পুরাতন গ্রামের শেষ বাড়ী চিত্তরঞ্জন পালের। তাঁর বাড়ীতেও ফাটল ধরেছে। এককালে এই গ্রাম ছিল ফারাক্কা থানার অন্যতম বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে ছিল হাসপাতাল, বি ডি ও অফিস, হাইস্কুল, পুলিশ ফাঁড়ি, পোষ্ট অফিস আর প্রাচীন গৌড় মন্দির। ভাঙ্গনে সবই সরে গেছে। নতুন করে বাড়ী বানিয়ে পুরোনো গ্রামের মানুষরা নয়া বসতি গড়ে তুললেও সরকারী অবহেলায় জেলার অন্যতম প্রাচীন এই গ্রাম আজ গঙ্গার গর্ভে। আশ্চর্যের কথা এই গ্রামে আগে ও পরে বোল্ডার দিয়ে পার বাঁধানো হলেও রহস্যজনক কারণে ভাঙ্গন প্রতিরোধের ন্যূনতম প্রয়াসটুকুও উধাও। এলাকার বিধায়ক, সাংসদ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের এব্যাপারে উদাসীন থাকতে দেখে এলাকার মানুষ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ।

প্রতিহিংসাবশতঃ ভায়ের হাতে দাদা খুন

সাগরদীঘি : গত ৮ অক্টোবর রাতে এই ব্লকের কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াডাঙ্গা সেখপাড়ার ফতেউদ্দিন সেখ (১৬) ওরফে নিউটন তার বৈমাত্রেয় ভাই নুরুদ্দিন সেখ ওরফে জওহরের হাতে খুন হয়েছে বলে নিউটনের মায়ের অভিযোগ। ফতেউদ্দিন জঙ্গিপুর হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। তার বাবা বালিয়া হাই স্কুলের শিক্ষক নওসাদ আলীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী জাহানারা বিবির পুত্র নিহত ফতেউদ্দিন। নওসাদের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রেবা বিবির পুত্র ফতেউদ্দিনের বৈমাত্রেয় ভাই নুরুদ্দিন। বর্তমানে নওসাদ আলীর সঙ্গে জাহানারার সুসম্পর্ক ছিল না। জাহানারা ফতেউদ্দিনকে কাবিলপুর হাই স্কুলে পড়াশোনা করান। ফতেউদ্দিন এবছরই ঐ স্কুল থেকে ষ্টার মার্ক্স নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক পাশ করে। নুরুদ্দিনও পাশ করে কিন্তু ফল ফতেউদ্দিনের থেকে খারাপ। দু' ভাইই বর্তমানে জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ছাত্র। নওসাদ আলী বর্তমানে দুই ছেলে ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রেবা বিবিকে নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ার বাসিন্দা। খবরে জানা যায়, গত ৭ অক্টোবর সন্ধ্যার সময় কয়েকজন বন্ধু ফতেউদ্দিনকে বাড়ী থেকে বালিয়ায় ভিডিও দেখাবার নাম করে ডেকে নিয়ে যায়। রাতে ফতেউদ্দিন বাড়ী না ফেরায় ৮ অক্টোবর সকালে খোঁজাখুঁজির পর ফতেউদ্দিনের মৃতদেহ কাশিয়াডাঙ্গার একটি মাঠে পাওয়া যায়। ফতেউদ্দিনের মা জাহানারার অভিযোগক্রমে পুলিশ নুরুদ্দিন ও তার বাবা নওসাদকে গ্রেফতার করে। রেবা বিবি বর্তমানে পলাতক। জাহানারার মতে তাঁর ছেলে ফতেউদ্দিন সর্ববিষয়ে মেধাবী ও পারদর্শী হওয়ায় নুরুদ্দিন প্রতিহিংসাবশতঃ তাকে খুন করিয়েছে। এবং তাঁর স্বামী নওসাদ এতে মদত জুগিয়েছে। এবিষয়ে পুলিশী তদন্ত চলছে।

মির্জাপুর বাজারে সমাজবিরোধী কালু ঘোষকে লক্ষ্য করে বোমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৯ অক্টোবর সকাল ১০টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের মির্জাপুর তরকারি বাজারে বোমা বিস্ফোরণ হয়। খবরে প্রকাশ, ঐ এলাকার সাদিকপুরের কুখ্যাত সমাজবিরোধী কালু ঘোষকে (৪৪) লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লে সে মাথা সরিয়ে নিলে ফাঁকা দেওয়ালে লেগে বোমাটি ফেটে যায়। তাতে কালু ও নওদার সামসুদ্দিন সেখ অল্প বিস্তর আহত হয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ছোটকালিয়াই গ্রামে অবাধে বাগানের গাছ কাটা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডের ছোটকালিয়াই গ্রামের বাসিন্দা তমালচন্দ্র দাস গত ১ অক্টোবর থেকে গ্রামছাড়া। গ্রামের দুর্গামন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও পুজো চালানোর কাজ করার সময় স্থানীয় সিপিএম কমিশনার অচিন্ত্য দাসের নেতৃত্বে ননীগোপাল দাস ও তার ছেলেরা এবং আরও কয়েকজন দুষ্কৃতকারী ধারালো (শেষ পৃষ্ঠায়)

৩ লক্ষ টাকার বিদেশী ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৩ অক্টোবর সকালে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ৩১৪৮ ডাউন নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে স্থানীয় কাষ্টমস্ ও বি এস এফ প্রায় তিন লক্ষ টাকার বিদেশী ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী উদ্ধার করে। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার জানান—এ ব্যাপারে আগে থেকে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসের (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি পি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে আশ্বিন বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ কাম্য ॥

আজ শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ লইতেছেন। ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে এবং সেই কারণেই কেন্দ্রে 'মিলিজুলি' সরকার গঠিত হইতে চলিয়াছে। উল্লেখিত জোট মোট ২৯৮টি আসনে জয়ী হইয়াছে যাহার মধ্যে বিজেপি একাই ১৮২টি আসন লাভ করিয়া একক বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য মহাদেবীর অকালবোধন ঘটাইয়াছিলেন। দেবীর প্রসাদে তিনি রাবণকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আক্ষরিক অর্থে না হইলেও বলা যায় যে, এবারে বিজেপি বিরোধী দলগুলি নির্বাচনলক্ষ্মীর অসময়ে বোধন ঘটাইয়া বিজেপি সরকারের পতন আনিয়া ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপি দলকে 'আউট অব পিকচার' করিবার উদ্দেশ্যে যে 'ভোটাস্ত্র' নিক্ষেপ করিলেন, তাহা 'বুমেরাং' হইয়া তাঁহাদিগকেই ধরাশায়ী করিয়া দিয়াছে। কোনও বামদলীয় সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব বিজেপি দলকে 'অসভ্য', 'বর্বর' আখ্যা দিয়া নির্বাচনী প্রচারে পুরাদমে নামিয়াছিলেন ; এমনকি তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব-লাভেও অনিচ্ছুক ছিলেন না। আবার 'সাপ-নেউল' সম্পর্ক থাকিলেও এই নির্বাচনে চরম গলাগলি কোন কোন দল করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য : বিজেপি দল যেন ক্ষমতায় না আসেন। নির্বাচনী প্রচারে এমনও বলা হইয়াছিল যে, বিজেপি দল চরম সাম্প্রদায়িক, হিন্দুমৌলবাদী। এই দল ক্ষমতায় আসিলে অপর সম্প্রদায় বিপন্ন হইবে। সাম্প্রদায়িকতার উস্‌কানি দিয়া যে মহৎ (?) উদ্দেশ্য পূরণের বাসনা ছিল, তাহা কিন্তু শেষ পর্যন্ত নস্যাৎ হইয়া গেল। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, ত্রিশঙ্কু লোকসভা হইলে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠিত হইবে এবং তখন এই ফ্রন্টের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী করা যাইতে পারিবে। কিংবা প্রয়োজন হইলে কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী করা যাইতে পারে।

কিন্তু দেশের মানুষ যে রায়দান করিলেন, তাহা যথেষ্ট বিবেচনাপ্রসূত বলা যায়। কোনও অপপ্রচারে তাঁহারা বিভ্রান্ত হন নাই। পূর্ণ সময়ের জন্য শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্য একটা সুস্থির সরকার দেশে আসুক, ইহাই তাঁহারা চাহিয়াছিলেন।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটে বাইশটি দল রহিয়াছে। মন্ত্রীত্বের দাবিদার সব দলই হইলে সঙ্কট ঘনাইয়া আসিবে। তবে যাহাতে কোনও তিক্ততা এবং সঙ্কট না আসে, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ। আমরাও মনে করি, তিক্ততা পরিহার করিয়া দেশের অগ্রগতি ও উন্নতি-সাধনের কথা ভাবিতে হইবে। উগ্র মৌলবাদিতা যে কোনও সম্প্রদায়কে ত্যাগ করিতে হইবে। বিজেপি দলকেও স্ব-যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইবে।

জঙ্গীপুরের চারু জ্যোতির্মা

দেবযানী দত্ত

বিরাশী বছর আগে জঙ্গীপুরের আতুর ঘরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল দাদাঠাকুরের আদরের মেয়ে বিন্দুবাসিনী—বিন্দু ; যার পোষাকী নাম শোভনা ভট্টাচার্য্য। রোগ, শোকের জ্বালা-যন্ত্রণা, জীবনের আনন্দ-বেদনা, সুখ দুঃখকে নিয়ে চলে গেলেন গত ১১ই আগষ্ট ১৯৯৯তে।

এতদিনের স্মৃতি মনে রাখার মানুষ জঙ্গীপুরে এখন বিরল। তবু মনে করাই—রঘুনাথগঞ্জের ফাঁসীতলায় সে সময়ের যশস্বী উকিল শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বড় ছেলে, রেলওয়ের পদস্থ অফিসার শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সাথে মাত্র ১২ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) মেয়ে বিন্দুর। স্বামীর কর্মসূত্রে কোলকাতায় থেকেছেন বহু বছর, পরে 'কল্যাণী'তে বাড়ী করে সকল সন্তানদের নিয়ে থাকতেন।

'দাদাঠাকুরের মেয়ে' এ পরিচয় খুবই খ্যাতির ; কিন্তু আমার কাছে উনি জঙ্গীপুরের একজন অসাধারণ স্নেহপ্রবণ-উদার মহীয়সী জননী। আমার সাথে ওঁর দেখা হয়েছে প্রায় চার যুগ পর ; ছোট্ট একটা ঘটনায়। বছর সাতেক আগে উনি এসেছিলেন ওঁর ছোট মেয়ের বাড়ীতে বেড়াতে—ঠিক আমার সামনের ফ্ল্যাটে। আমার মেয়ে তখন কলেজে পড়ে। একদিন কলেজ থেকে ফেরার নির্দিষ্ট সময়ের একঘন্টা পরেও মেয়ে ফিরছে না দেখে আমি রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াই। মেয়ের বাবাও তখন কাছে ছিলেন না। হঠাৎ শুনি মেয়ে যে রাস্তায় আসবে, সেই রাস্তায় বাস দুর্ঘটনা হয়েছে, আর তাতে ২০/২২ বছরের একটি কলেজে পড়া মেয়ে মারা গেছে। আমার অস্থির কান্নায় পাড়ার সকলেই বেরিয়ে এসে ছোটাছুটি করে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করছে। এর মধ্যেই একটি শান্ত-স্নেহাতুর হাত আমার কাঁধে ঠেকল—চারু জ্যোঠিমা। সময়ের বিস্তারে কোলকাতার 'আন্টিরা' সকলেই একে একে চলে গেলেন। ঐ মমতাময়ী শুধু আমার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের শারীরিক যন্ত্রণা আত্মস্থ করে আরও ঘন্টাদেড়েক। অদ্ভুত মমতায় আমার পিঠে মাথায় সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। সব অশুভ আতঙ্কের অবসান ঘটিয়ে আমার মেয়ে অক্ষত হয়ে ফিরল প্রায় দু' ঘন্টা পর। ওকে দেখেই পাড়ার 'আন্টিরা' এবং আমি খুব বকাবকি করতে লাগলাম, "একটা টেলিফোন তো করতে পারতিস"। অথচ নির্লিপ্ততায় গভীর স্নেহে আমার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চারু জ্যেঠিমা শুধু বল্লেন—"যা মা, মাকে নিয়ে বাড়ী যা"। আমার মেয়েকে এর আগে উনি কোন দিন দ্যাখেনওনি।

জঙ্গীপুরের কিছুই এখনও হারিয়ে যায়নি। এই অবিশ্বাস্য সরলতা, আকাংখা-হীন উদারতা, অসাধারণ স্নেহপ্রবণতা এখনও জঙ্গীপুরের আকাশ, বাতাস, মাটিতে আছে। আর এইসব মায়েরাই জঙ্গীপুরের অনেক অনেক কৃতী সন্তানের জননী।

গন্ধবণিক মহাসভার জঙ্গিপুর শাখা সমিতি গঠন

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ১৯ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে গন্ধবণিক মহাসভার জঙ্গিপুর মহকুমা শাখা সমিতি গঠন হল। সমিতির প্রস্তুতি সভায় ঐ দিন মহকুমার গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের প্রায় চারশো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতায় গত ১৩৩০ সালে এই মহাসভা প্রতিষ্ঠার পর জঙ্গিপুর শাখা রাজ্যে ২৪ তম এবং জিয়াগঞ্জের পর জেলায় দ্বিতীয়। মহাসভার সাধারণ সম্পাদক সলিলকৃষ্ণ দে জানান, রাজ্যে পিছিয়ে পড়া স্বজাতিদের উন্নতি সাধনই আমাদের লক্ষ্য। মহাসভার উদ্যোগে কলকাতায় একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী-নিবাস এবং বর্দ্ধমানে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ হয়েছে। আমাদের স্বজাতিদের মধ্যে বিত্তশালীরাই আমাদের ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত হতে দেয়নি। আমরা নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে একটি বৃদ্ধাশ্রম খোলারও পরিকল্পনা নিয়েছি। এছাড়া আমরা আমাদের স্বজাতিদের মধ্যে প্রকৃত মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন স্তরে বৃত্তি ও বিধবাদের ভাতা দিই। বৃত্তি বা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শাখা সমিতির তদন্তই চূড়ান্ত। ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলের উপর এবং যাদের বার্ষিক পারিবারিক আয় ৩৬ হাজার থেকে ৪২ হাজার টাকার মধ্যে তাদেরকেই এই বৃত্তি দেওয়া হয়। এছাড়া সভায় সম্পাদক অরবিন্দ হালদার, সহ-সম্পাদক প্রদ্যুৎকুমার দত্ত, সভার স্থানীয় সদস্য বালক চন্দ্র, কেতকী পাল প্রমুখ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। কেতকীবাবু মহাসভার কাছে (৩য় পৃষ্ঠায়)

Government of West Bengal

Office of the Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division-I
Irrigation & Waterways Directorate
RAGHUNATHGANJ, MURSHIDABAD

Abridged Tender Notice

Sealed tenders in prescribed form are hereby invited for the following works related to Anti Erosion work of Padma under N.I.T.-9 GAE. Dvn.-I of '99-2000 by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division No. I, Raghunathganj, Dist. Murshidabad.

1. Supply of boulders at Arjunpur in P. S. Farakka 1 (one) nos. works for Rs, 38.51 lacs.
2. – do– —do— at Lalpur/Dhuliyan in P. S. Samserganj 2 nos. works @ Rs. 37.79 lacs each.
3. —do— – do— at Chandrapara in P. S. Suti 2 nos. works @ Rs. 25.96 lacs each.
4. – do— —do— at Chintamoni in P. S. Lalgola 2 nos. works @ Rs. 46.74 lacs each.
5. —do— —do— at Sekhalipur in P. S. Lalgola 3 nos. works @ Rs. 40.66 lacs each.
6. —do— – do— at Taranagar in P. S. Lalgola 7 nos. works @ Rs. 9.15 lacs each. (Reserved for Engineers Co. Opt. Societies)

Last date & time of receipt of application for tender papers....	15. 11. 99 upto 16-00 hrs.
Last date & time of issue of tender papers....	22. 11. 99 upto 16-00 hrs.
Last date & time of receipt of tender papers....	25. 11. 99 upto 14-00 hrs.

Bonafide outside contractors and Engrs. Co. Opt. Societies in some cases as reserved may apply. For further detailed information Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division-I, Raghunathganj, may be contacted.

Sd/- **M. K. Bharati**
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division-I

Memo No. 1177 (23) Dated 01. 10. 99

রেডিমেড পোষাকের দোকান পুড়ে ৬ লক্ষ টাকা ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১ অক্টোবর রাতে অরঙ্গাবাদ বাজারে 'শুভেচ্ছা ড্রেসেস' নামে এক রেডিমেড পোষাকের দোকানে আগুন লেগে যাবতীয় মাল ও আসবাবপত্র পুড়ে যায়। দোকান মালিক রঞ্জিৎ দাস জানান, ঘটনার দিন তিনি রাত ৮-৩০ নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান। রাত ১২টা নাগাদ দোকানের পার্শ্ববর্তী এক পরিচিত ভদ্রলোক মারফৎ অগ্নিকান্ডের খবর পেয়েই তিনি ঘটনাস্থল আসেন। কিন্তু কোনকিছু উদ্ধার করা যায়নি। পুজোর মাল ও আসবাবপত্রে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ টাকা বলে রঞ্জিতবাবু জানান। অগ্নিকান্ডের কোন কারণ জানা যায়নি।

পঞ্চায়েত সদস্য খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, অরঙ্গাবাদ ঃ নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রবিউল সেখ (৩০) গত ১২ অক্টোবর গভীর রাতে খুন হন। খবর, ঘটনার দিন গভীর রাতে বাড়ি চড়াও হয়ে ৮/১০ জন দুর্বৃত্ত তার ঘরের দরজা ভেঙে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে বোমা ও পিস্তল দিয়ে আক্রমণ করে। রবিউল ঘটনাস্থলে মারা যান। গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায়, রবিউল বাংলাদেশের চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বখরা নিয়ে গন্ডগোল হওয়ায় দলের লোকের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হলো। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

গন্ধবণিক মহাসভার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

স্বজাতি বেকার ছেলেদের স্বজাতীয় প্রতিষ্ঠানে নিযুক্তি, নদীয়ার কল্যাণীতে ছাত্রাবাস, বিভিন্ন স্থানে শাখা উপ-সমিতি গঠন, জেলাভিত্তিক বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি প্রস্তাব রাখলে মহাসভার পক্ষ থেকে তা চিন্তা-ভাবনার আশ্বাস দেওয়া হয়। বালক চন্দ্রকে সভাপতি, বলরাম দাসকে সম্পাদক ও গৌতম দত্তকে কোষাধ্যক্ষ করে ঐ দিন জঙ্গিপুর শাখা সমিতি গঠিত হয়।

কালু ঘোষকে লক্ষ্য করে বোমা (১ম পৃষ্ঠার পর)

সামসুদ্দিনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় কালু গৃহ চিকিৎসককে দিয়ে বাড়ীতে চিকিৎসা করে বলে জানা যায়। কালু ঘোষের ভয়ে পুলিশকে নাকি এই খবর কেউ জানায়নি। এমনকি কালুকে কারা বোমা ছুঁড়েছিল সে ব্যাপারেও স্থানীয় কেউ মুখ খুলতে রাজী নয়। বর্তমানে মির্জাপুরের অবস্থা থমথমে।

ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আটক (১ম পৃষ্ঠার পর)

এখানে ষ্টপেজ নাই। নিয়মমতো গাড়ীর গতি কমিয়ে এখান থেকে লাইন ক্লিয়ার টোকেন দেওয়া হয়। ঘটনার দিনও সকালে যথারীতি টোকেন দিতে গেলে পোর্টারকে কাষ্টমস্ বাধা দেয়। টোকেন না পেয়ে ট্রেনটিও দাঁড়িয়ে যায়। ষ্টেশন মাষ্টার মাইকিং করে জি আর পিকে জানালেও তারা ঘটনাস্থলে আসে না। ষ্টেশন মাষ্টার বাধ্য হয়ে চিঠি করলে জি আর পি ঘটনাস্থলে আসে। জি আর পির সহযোগিতায় কাষ্টমস্ এবং বি এস এফ যৌথভাবে ট্রেনের পার্শ্বেল ভ্যানের গেট গ্যাস দিয়ে কেটে ভিতর থেকে চায়না-বাম, পেনসিল টর্চ, ইলেকট্রনিক্স এক্সচেঞ্জ কড ইত্যাদি ১৬ ধরনের বিদেশী মাল উদ্ধার করে। যার বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক তিন লক্ষ টাকা।

গ্রামে অবাধে গাছ কাটা হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তমালকে আক্রমণ করে এবং প্রশান্ত দাস তাকে দা দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে বলে তমালের অভিযোগ। সে সময় তিনি কোনো মতে আত্মরক্ষা করে পালিয়ে এসে জঙ্গিপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ করলেও তিনি গ্রামছাড়া। ঘটনায় প্রকাশ বর্তমানে বহরমপুর নিবাসী ছোটকালিয়াই গ্রামের বাসিন্দা অলোককুমার মজুমদারের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীদাস দুর্গামন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। দুর্গামন্দিরের পাশেই তার নিজস্ব বাগান। দুষ্কৃতিরা মূলতঃ গাছ কাটার চেষ্টা করাই শ্রীদাস বাধা দেন। পরে তিনি প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এলে অচিন্ত্য দাসের নেতৃত্বে শ' তিনেক আম, বেল, নিম, মেহগনি, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান গাছ অবাধে কেটে নেওয়া হয়। এ বিষয়ে গত ৬ অক্টোবর জঙ্গীপুর ফাঁড়ি এবং বি, এল, আর, ওকে অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল হয়নি বলে তমালবাবু অভিযোগ করেন। তমালবাবু আরো জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মজুমদার পরিবারের প্রায় ১৫০ বছরের পুরোনো পুজোর দেখভাল করে আসছেন। এ কাজ পরিচালনার জন্য যে বিশাল দেবত্বর সম্পত্তি ঐ গ্রামে আছে তার উপর লোভবশতঃ দুষ্কৃতিরা তাকে গ্রাম ছাড়া করার চক্রান্ত করছে গত দু' বছর থেকে।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক **ডাঃ গোপন সাহা**

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ॥ পোঃ গনকর ॥ জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ২০%

(১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত)

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মন্ডিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া মনী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।